বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(সিভিল অ্যাপীলেট জুরিজডিকশান)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব শরীফ উদ্দিন চাকলাদার
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

প্রথম আপীল নং ৪১৮/২০০৯

ইন দি ম্যাটার অফঃ
ডি,সি, ঢাকা
------- আপীলকারী।
- বনাম-
আব্দুস সাত্তার ভূঁইয়া গং
-----প্রতিবাদী।

জনাব এস, এস, সরকার, ডি,এ,জি
-----আপীলকারী(সরকার)পক্ষে।
জনাব আব্দুস সাত্তার ভূইয়া, এ্যাডভোকেট
---প্রতিবাদীপক্ষে।
শুনানী ঃ নভেম্বর ৫, ২০১২ খ্রিঃ
রায় প্রদানঃ নভেম্বর ৬, ২০১২ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

অত্র আপীলটি উদ্ভব হইয়াছে ঢাকার বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতের দেওয়ানী ২৬১/২০০৫ নং মোকদ্দমায় প্রচারিত ৯/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের রায় এবং ১৮/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত ডিক্রির বিরুদ্ধে।

সংক্ষেপে মোকদ্দমার ঘটনা এই যে, রেস্পনডেন্ট পক্ষ বাদী হিসাবে আপীলকারীদের বিবাদী শ্রেনী ভূক্ত করিয়া নালিশী সম্পত্তির স্বত্ব ঘোষনার নিমিত্তে ঢাকার বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতে দেওয়ানী ২৬১/২০০৫ নং মোকদ্দমা দয়ের করেন। বাদী-রেস্পনডেন্ট পক্ষের আর্জির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

১। জিলা- ঢাকা, মোহাম্মদপুর থানার অধীন সাবেক ২৪০ হালে ৫৯ নং মৌজা রামচন্দ্রপুর সি, এস খতিয়ান নং ৪৮০ দাগ নং ৬৬৭, পরিমান ২৪ শতাংশ সম্পত্তির সি. এস. মালিক ছিলেন শেখ গফুর। পরবর্তীতে মালিক হন অদন্য চন্দ্র মন্ডল। উক্ত অদন্য চন্দ্র মন্ডল এর নামে জমিদারী দাখিলা আছে এবং উক্ত দাখিলার ক্রমিক নং - ১৫। উক্ত দাখিলায় বাংলা ১৩৩৫-১৩৪৮ সনের খাজনা পরিশোধ করিয়াছেন অদন্য চন্দ্র মন্ডলের পুত্র সহদের মন্ডল তাং ১৩৬২ সনের ২৯ শে পৌষ। উক্ত অদন্য চন্দ্র মন্ডলের দুই পুত্র নাম সহদের মন্ডল ও কামিন্দ্র চন্দ্র মন্ডলদ্বয়কে ত্যাজ্যবিত্তে ওয়ারীশ রাখিয়া উক্ত অদন্য চন্দ্র মন্ডর মারা যান। বিগত এস এ মাঠ জরীপে অদন্য চন্দের পুত্র সহদের চন্দ্রের নামে ৪৮০ নং খতিয়ানে মাঠ পর্চা প্রস্তুত হইয়াছে পরবর্তীতে সহদের চন্দ্র মন্ডলের নামে এস, এ ২৫৩ নং খতিয়ানে প্রস্তুত হইয়া রেকর্ড হয়।

Amended V/o. No. 16dt. 28/02/07. সহদের চন্দ্র মন্ডল, পিতা- অদন্য চন্দ্র মন্ডল মালিক ও বোগদখরে নিয়ত থাকিয়া বিগত ১৭/০৬/৫৮ ইং তারিখে সম্পাদিত এবং ১৯/০৬/৫৮ ইং তারিখে ঢাকা সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭০৮৬ নং দলিল মুলে দাগের ১ ষোল আনা ২৪ শতাংশে খাতে অর্ধাংশ ১২ শতাংশ সম্পত্তি হাজী মিয়া হোসেন, পিতা-মৃত ছুরত আলীর নিকট বিক্রয় করে দখল বুঝাইয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান হন অত্র দাগের বক্রী অর্ধাংশ অর্থাৎ ১২ শতাংশ কনিন্দ্র চন্দ্র মন্ডল মালিক ও ভোগ দখলকার থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিরে তাহার ত্যাজ্য বিত্তে একমাত্র ওয়ারিশ রহেন তাহার নাবালক পুত্র দিনেশ চন্দ্র মন্ডল। এই দিনেশ চন্দ্র মন্ডলের মাতা সুমদা চন্দ্র মন্ডল ডিস্ট্রিক জজ কর্তৃক নিযুক্তিয় গারজেন হইয়া ১৭/০৬/১৯৫৮ ইং তারিখে সম্পাদিত ও১৯/৬/১৯৫৮ ইং তারিখে সদর সাব রেজিসিট্র অফিসে রেজিস্ট্রকৃত ৭০৮৭ নং দলিল মূলে ১২ শতাংশ সম্পত্তি হাজী মোঃ মিয়া হোসেন, পিতা- মোঃ ছুরত আলীর নিকট বিক্রি করে ভোগ দখল বুঝাইয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান

হন। এমতাবস্থায় অত্র দুই খন্ড দলিল মূলে নালিশী ২৪ শতাংশ সম্পত্তির মালিক ও ভোগ দখলকার নিয়ত হন হাজী মোঃ মিয়া হোসেন।

২। অত্র নালিসী সম্পত্তি হাজী মিয়া হোসেন উপরোক্ত দুইখন্ড দলিল মুলে ক্রয়সূত্রে মালিক ও ভোগ দখলকার নিয়ত হইয়া নিজ নামে নামজারী করিয়া খাজনাদি পরিশোধ করিয়া ভোগ দখল করিতে থাকেন। যাহার নামজারী ও জমাভাগ Case No. 1199(M0 75/76 date 24/11/75.

৩। অত্র নালিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করা কালীন অবস্থায় আর, এস মাঠ জরীপ কারে মাঠ জরীপের আর.এস. খসড়া পর্চায় হাজী মিয়া হোসেন, পিতা- ছুরত আলী, সাং- লালমাটিয়া, আর. এস খতিয়ান নং ৭৩৬ দাগ নং- ১৯২১ এর. এস মাঠপর্চায় তাহার নাম রেকর্ডভূক্ত হয়।

৪। অতঃপর হাজী মিয়া হোসেন অত্র নালিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করা কালনি নিঃসন্তান অবস্থায় এক স্ত্রী মোসাম্মৎ রইমন নেছা ১ বোন মোসাম্মৎ সমর্ত্তবান ও দুই চাচত ভাই মোঃ বেলায়েত হোসেন ও মোশারফ হোসেনকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাহারা নিজেদের নামে নামজারী ডি,সি, আর গ্রহনের ভোগ দকলে নিয়ত রহেন।

৫। অত্র নালিশী সম্পত্তি মোসাঃ রইমন নেছা স্বামীর ওয়ারিশ সূত্রে এবং মোসাঃ সর্মতবান ভাইয়ের ওয়ারিশ সুত্রে মালিক ও ভোগ দখলকার নিয়ত হইয়া বিগত ০৪/০৬/১৯৮৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কবলা ২২২৯ নং দলিল মূলে অত্র মামলার ১ নং বাদী মোঃ আব্দুস সাত্তার ভূইয়া, পিতা- মৃত আঃ কুদ্দুস ভূইয়ার নিকট তাহাদের দুইজনের প্রাপ্ত অংশ হইতে ০৯ শতাংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল বুঝাইয়া দিয়া নিস্বত্ববান হন অত্র নালিশী সম্পত্তি ১ নং বাদী ক্রয়সূত্রে মালিক ও ভোগ দখলকার নিয়ত হইয়া বিগত ১১/১০/৮৯ ইং তারিখে নামজারী ও জমাভোগ কেস নং

৪৯৮৪/৮৯-৯০ এর মাধ্যমে নিজ নামে নাম জারী ও জমাভাগ করিয়া হাল সন পর্যন্ত খাজনাদি পরিশোধ করিয়া মাটি ভরাট ও ইটের দেওয়াল নির্মাণ করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন এমতাবস্থায় হাঃল মহানগর জরিপ কালে ১১৭৩০ নং খতিয়ান যাহার ডি.পি খতিয়ান নং ১৩৭৬ এবং ১১৭১০ নং দাগে ০৯ শতাংশ সম্পত্তি ১ নং বাদী আব্দুস সাত্তারের নামে রেকর্ডভূক্ত হয়।

৬। অতঃপর ভাইয়ের ওয়ারিম সূত্রে মোশারফ হোসেন, পিতা- মৃত আলী হোসেন মালিক ও ভোগ দখলকার নিয়ত হইয়া বিগত ১৫/০১/৮৪ ইং তারিখে ১৭৩ নং সাফ কবলা দলিল মূলে আব্দুস সাত্তার, আব্দুল জব্বার , আব্দুল মজিদ সর্বপিতা- মৃত আব্দুল ওহাব গনদের নিকট ০৩ শতাংশ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দখল বুঝাইয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান হন। অপরদিকে ভাইয়ের ওয়ারিশ সূত্রে মালিক হইয়া মোঃ বেলায়েত হোসেন, পিতা-মৃত আলী হোসে বিগত ০৫/০৩/৮৫ ইং তারিখে ৯১৯ নাং সাফ কবলা দলির মূলে আব্দুস সাত্তার , পিতা-মৃত আব্দুল ওহাব ভূইয়ার নিকট ০৩ শতাংশ সম্পত্তির বিক্রয় করিয়া দখল বুঝাইয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান হন।

৭। অতঃপর আব্দুল জব্বার , পিতা-মৃত আব্দুল ওহাব বিগত ০৮/১১/৮৪ নং তারিখে ৪৮৪৬ নং আম-মোক্তার দলিল মূলে আব্দুস সাত্তার, পিতা-মৃত আব্দুল ওহাবকে বিক্রয় সহ যাবতীয় হস্তান্তর করার জন্য আম-মোক্তার নিযুক্ত করেন।

৮।এমতাবস্থায় আবুদস সাত্তার, পিতা-মৃত আব্দুল ওহাব তাহার নিজের অংশ ও আম-মোক্তার বলে আব্দুল জব্বারের অংশ সহ এবং রইমন নেছা সবামীর ওয়ারিশ সূত্রে এবং সর্মবতবান বাইয়ের ওয়ারিশ সূত্রে মালিক ও ভোগদখলকার নিয়ত হইয়া বিগত ০৪/০৬/৮৫ ইং তারিখে ২২২৮ নং সাফ কবলা দলিল মূলে অত্র মামলার ২-৮ নং বাদীগন মোঃ আঃ মান্নান, মোঃ ফারুক মিয়া, মোঃ কামরুজ্জামান ও মোঃ আঃ মোতালেব, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ শফিউদ্দিন আহম্মেদ ও মোঃ শরীফুর রহমান

এই সকল বাদীগনের নিকট ১৫ শতাংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল বুঝাইয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান হন।

৯। অতঃপর অত্র মামালার ২-৮ নং বাদীগন ক্রয়সূত্রে মালিক ও ভোগ দখলকার নিয়ত হইয়া নালিশী সম্পত্তি হইতে নিজেদের ১৫ শতাংশ সম্পত্তিতে মাটি ভরাট করিয়া চারদিকে ইটের দেওয়াল নির্মান করিয়া নিজেদের নামে নামজারী ও জমাভাগ করাইয়া নামজারী ও জমা ভাগ কেঃ নং -১৪৩১৬/৮৯-৯০ এবং খাজনাদি পরিশোধ করিয়া এবং হাল মহানগর জরীপ কারে নিজেদের নাম রেকর্ড করাইয়া মাটি ভরাট ও ইটের দেওয়ান নির্মান করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন। মহানগর জরিপে খতিয়ান নং ১১৭২৯ যাহার ডি.পি খতিয়ান নং ১১৪১ ও দাগ নং ১১৭১০ সম্পত্তির পরিমান ১৫ শতাংশ অত্র মামলার ২-৮ নং বাদীগনের নামে রেকর্ডভূক্ত হয়।

১০। বাদীগন বিগত ০২/০৫/২০০৫ ইং তারিখে তার নালিশী সম্পত্তির আর. এস. রেকর্ডের ভিত্তিতে নামজারী পাইবার জন্য মোহাম্মদপুর তহশিল অফিসে গেলে জানিতে পারে যে, অত্র নালিশী সম্পত্তি ১নং খতিয়ানে বাংলাদেশের সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার ঢাকা বরাবরে রেকর্ডভূক্ত হইয়াছে। পরবর্তীতে বাগীগন সেটেলমেন্ট অফিস ঢাকাতে অফিস হইতে বিগত ০৯/০৬/২০০৫ ইং তারিখে Attested পর্চা সংগ্রহ করিয়া দেখিতে পায় যে, ভুলক্রমে বাংলাদেশ সরকারের নামে ৩১শতাংশ সম্পত্তি আর, এস খতিয়ান নং- ১ দাগ নং- ১৯২১ রেকর্ডভূক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অত্র নালিশী সম্পত্তির পরিমান ২৪ শতাংশ এবং উহার মালিক বাংলাদেশ সরকার নয়। অত্র সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও ভোগদখলকার হইতেছেন বাদীগন।

১১। যেহেতু আর, এস, জরীপ কালীন জরীপ কর্মকর্তাগন মাঠে জরিপ কালীন নালিশী সম্পত্তির মালিকানার স্বত্বের ও দখল বিষয়ে সঠিক পাইয়া হাজী মিয়া হোসেন, পিতা-মৃত ছুরত আলী এর নামে মাঠ খসরা পচা প্রস্তুত করে। কিন্তু পরবর্তীতে সঠিক ভাবে

তদন্ত না করিয়াই মালিক বিহীন স্বত্ববিহীন ও দখল বিহীন মালিক বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার, ঢাকা এর নামে আর, এস, ১নং খতিয়ানে ১৯২১ দাগে ভূলক্রমে বাংলাদেশ সরকারের নামে কেরর্ড হইয়াছে যাহা বাদীগনের অজান্তে, অস্বাক্ষাতে, সরলতার সুযোগে উক্ত ভ্রমাক্তভাবে কেরর্ড করিয়াছে, যাহা সম্পূর্ন বেআইনী ও অবৈধভাবে করিয়াছে। যেহেতু ইহা একটি স্বত্বঘোষনার রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা হেতুতে বিবাদীগন প্রয়োজনীয় পক্ষ হেতুতে তাহাদেরকে অত্র মোকদ্দমার বিবাদী করা হইল।

১২। অত্র মোকদ্দমার কারণ উদ্ভব হয় বিগত ০২/০৫/২০০৫ ইং তারিখে যখন বাদীগন স্থানীয় তহসীর অফিস হইতে ১নং খতিয়ান ভূক্তির কথা অবগত হইলে এবং সর্বশেষ বিগত ০৯/০৬/২০০৫ ইং তারিকে আর. এস. পর্চা Attested কপি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইলে পর যাহা বিজ্ঞ আদালতের এখতিয়ারাধীন, থানা-মোহাম্মদপুর, মৌজা রামচন্দ্রপুর স্থির নালিশী দাগে উদ্ভব হইয়া অদ্যতক বিদ্যমান আছে।

১৩। নালিশী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীগনই প্রকৃত মালিক ও ভোগ দখলকার। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার ঢাকা এর কোন রুপ মালিকানা স্বত্ব ও সামান্যতম জায়গা ও বাংলাদেশ সরকারের দখলে নাই। বিগত আর, এস জরীপে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনারে নামে ভূক্রমে কের্ডভূক্ত হওয়াই বাদীগনের মালিকানা স্বত্বে কিছুটা কালমেঘ দেখা দিয়াছে এবং উহা দূরীকরনার্থে বাদীগন অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইল।

অতপর বিবাদী-আপীলকারী পক্ষে লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত জবাবের বক্তব্য নিম্নরুপঃ-

১। অত্র আকারে প্রকারে ও উপস্থিত প্রনালীতে অত্র মোকদ্দমা চলিতে পারে না বিধায় খারিজ যোগ্য।

২। অত্র বাদীর-বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র মামলাটি আনায়ন করার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই।

৩। অত্র মোকদ্দমাটি ইস্টোপেল, ওয়েভার ও একুইসেন্স এর দোষে দুষ্ট বটে।

৪। অত্র মোকদ্দমাটি তামাদী ও পক্ষ দোষে দুষ্ট বটে।

৫। অত্র মোকদ্দমাটি সুনির্দিস্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধার ও অপরাপর ধারায় বারিত বটে।

৬। অত্র মোকদ্দমাটি মিথ্যা ও কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে অনায়ান করেছে বিধায় খারিজ যোগ্য।

৭। অত্র মোকদ্দমাটি শুনানীর প্রাক্কালে কাগজপত্র দাখিল করিবেন মর্মে অনুমতি প্রার্থী।

৮। অত্র জবাব দ্বারা বিবাদী যাহা স্বীকার করিলেন তৎ ব্যাতিত বাদীর আরজির সকল বক্তব্য অস্বীকার বটে।

৯। বাদীর আরজির ১-১৪ নং দফা এবং ১৪(ক) হইতে ১৪ (খ) দফায় বক্তব্য সমূহ মিথ্যা, বানোয়াট, তঞ্চকতাপূর্ণ, উদ্দেশ্য মূলক উক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে বিবাদী কর্তৃক অস্বীকৃত বটে।

<u>প্রকৃত ঘটনা</u>

ক) নালিশী সম্পত্তি মোহাম্মদপুর থানাধীন রামচন্দ্রপুর মৌজার সম্পত্তি বটে। যাহার সি, এস, খতিয়ান নং-৪৮০, এস, এ খতিয়ান নং-২৫৩ সি,এস, ও এস, এ, দাগ নং- ৬৬৭ আর, এ, খতিয়ান নং-১, আর,এস, দাগ নং-১৯২১নং দাগের ষোল আনা সম্পত্তি সরকারী খাস সম্পত্তি হিসাবে সরকারের নামে সঠিকভাবে, রেকর্ডভূক্ত হয়েছে ও বিদ্যমান রহিয়াছে।

খ) নালিশী সম্পত্তির এস, এ রেকর্ড ব্যাক্তি মালিকানাধীন থাকলে ও পরবর্তীকালে সঠিকভাবে আর, এস, রেকর্ডে খাস খতিয়ান ভূক্ত হয়ে সরকারের

নামে রেকর্ডভূক্ত রহিয়াছে, এবং নালিশী সম্পত্তি সরকারের দখলে ও নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছে, বাদী কিংবা অন্য কাহারো কখনও দখলে ছিল না ও এখন ও নেই।

গ) বাদী গনের বা অন্য কাহারো নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বার্থ নেই বা ছিল না।

অতএব নিবেদন এই যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র মোকদ্দমাটি খরচাসহ খারিজ আদেশ দানে মর্জি হয়।

বাদী-রেস্পনডেন্ট পক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা প্রমানের জন্য ৫জন মৌখিক সাক্ষী এবং যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা প্রদর্শনী-১ - ১(৩) সিরিজ ২,৩,৪ সিরিজ, ৫ সিরিজ ৬,৭ সিরিজ ৮,৯,১০,১১ এবং ১২ হিসাবে চিহ্নিত হয় । অন্য দিকে বিবাদী-আপীলকারী পক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা প্রমানের জন্য ১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী এবং যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা প্রদার্শনী-এ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

বিবাদী আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তি আর,এস জরিপে ১নং খাস খতিয়ানে আর,এস ১৯২১ নং দাগে রেকর্ড হয়। প্রাকাশিত হইয়াছে এবং নালিশী সম্পত্তি বিবাদী সরকার পক্ষ ভূক্ত ভোগ দখল করিয়াছেন কিন্তু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আর,এস রেকর্ড যাহা প্রদর্শনী- এ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তাহা বিচার বিবেচনা পূর্বক মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়া তর্কিত রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন যাহা রক্ষণীয় হইতে পারেনা বিধায় খারিজ যোগ্য।

অন্যদিকে রেস্পনডেন্ট বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব-------- নিবেদন করেন যে নালিশী সম্পত্তি সি,এস,এস,এ এর ব্যক্তি মালিকানাধীন। বর্তমানে মহানগর জরিপেও অত্র বাদীদের নামে জরিপ হইয়াছে। আরো নিবেদন করেন যে, আর,এস মাঠ জরিপেও নালিশী সম্পত্তি -----নামা মাঠ জরিপে হইয়া ছিল। রেস্পনডেন্ট

বাদীপক্ষ আর,এফ জরিপ ফাইনালের পূর্বে তাহাদের সি,এস এবং এস,এ রেকর্ড অনুযায়ী বাদী এবং তাহার পূর্বে পর্তিত নামে নাম জারি পূর্বক খাজনা আদায়ে চেক দাখিলা গ্রহণ পূর্বক ভোগ দখলে ন্যায়তঃ আছেন। বাদী রেস্পনডেন্ট পক্ষে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আর,এস রেকর্ড মোতাবেক নামি জারি করিতে জাইয়া জানিতে পারেন যে, আর,এস রেকর্ড ১নং খাস খতিয়ানে সরকারের নামে চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যাহার কোন ভিত্তি নাই। বিবাদী আপীলকারী সরকার নালিশী সম্পত্তিতে কখনো ভোগ দখলে ছিলেন না এবং নাই ভূল বসতঃ সরকার বিবাদী-আপীলকারীদের নামে আর,এস রেকর্ডে নাম আসিয়াছে। যাহা সংশোধন এর নিমিত্তে বাদী রেস্পনডেন্ট পক্ষ আদালতের স্মরণাপন্ন হইলে বিজ্ঞ বিচাররিক আদালত যথার্থই দলিল পত্র বাদী-বিবাদীদের মৌখিক ও দালিলক সাক্ষ্য,আর্জি,বিবাদী বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তি তর্ক শ্রবণ পূর্বক তাহা মূল্যায়ন পূর্বক যথার্থই বাদী-রেস্পনডেন্ট পক্ষে রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন যাহা আইনানুগ এবং ন্যায়তঃ বলিয়া আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য এবং নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল থাকার নিবেদন করেন।

আমাদের সামনে একমাত্র বিচার্য বিষয় নিম্ন আদালতে রায় ও ডিক্রি রক্ষনীয় কিনা এবং আপীলকারী বিবাদী পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে আমার সর্বপ্রথম বাদীপক্ষের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিব। বাদীপক্ষের ৬নং বাদী ১নং সাক্ষী হিসাবে সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত রুপ এই যে, নালিশী সম্পত্তি সি,এস দখলীয় প্রজা ছিলেন শেখ গফুর পরবর্তীতে মালিক হন অদন্য চন্দ্র মন্ডল তিনি সি,এস খতিয়ান নাম্বার ৪৮০ দাখিল করেন যাহা প্রদর্শনী -১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অদন্য চন্দ্রের নামে জমিদারী দাখিলা এবং তাহার উত্তরসূরী সহদেব মন্ডল ও কামিন্দ্র চন্দ্র মন্ডলের নামে এস, এ খতিয়ান দাখিল করেন যে, প্রদর্শনী -১(এ) হিসাবে চিহ্নিত

হয়। সহদেব চন্দ্র ১৭/৬/১৯৫৮ খ্রিঃ সালে ৭০৮৬ নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিল মূলে হাজী মোঃ মিয়া হোসেনের নিকট তাহার অংশ বিক্রী করেন। প্রদর্শনী-২ কামিন্দ্র চন্দ্র মন্ডল তাহার অংশের ১২ শতক সম্পত্তি একই তারিখে ৭০৮৭ নং দলিল মূলে হাজী মোঃ মিয়া হোসেনের নিকট বিক্রী করেন। প্রদর্শনী-৩ হিসাবে মিয়া হোসেন নালিশী সম্পত্তি তাহার নামে নাম জারি করেন। নাম জারি খতিয়ান ডি,সি,আর এবং খাজনা রসিদ প্রদার্শনী-৪(এ) এবং ৪(বি) হিসাবে চিহ্নিত হয়। হাজী মিয়া হোসেন স্ত্রী ১ বোন এবং ২ চাচত ভাই ওয়ারিশ রেকে ইন্তেকাল করিলে স্ত্রী রহিমুন্নেছা বোন সমর্ত্তবন এর নিকট হইতে ১নং বাদী ৪/৬/১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে ২০২২৯নং দলিল মূলে নালিশী সম্পত্তির খাতে ৯ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া তাহার নামে নাম জারি করেন। নাম জারির খতিয়ানে নাম্বার ২৫৩/১, ডি,সি,আর এবং ৪টি খাজনা রসিদ প্রদর্শনী ৫ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে ১নং বাদী নালিসী সম্পত্তিতে মাটি ভরাট করিয়া সীমানা দেওয়াল নির্মান করিয়া ভোগ দখল করা অবস্থায় তাহার নামে নালিশী সম্পত্তি মহানগর জরিপে হইয়াছে। মোশরফ হোসেন হাজী মিয়া হোসেনের ওয়ারিশ হিসাবে ৩ শতক সম্পত্তি মোশারফ হোসেন ও বেলায়েত হোসেন ৩+৩=৬ শতক সম্পত্তি ২ হইতে ৮নং বাদীদের পূর্ববর্তীদের নিকট বিক্রী করেন। পরবর্তীতে নালিশী ৬শতক সম্পত্তি ২ হইতে ৮নং বিবাদীগণ ৪/৬/১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে ২০২৮নং দলিল মূলে খরিদ করেন এবং তাহাদের নামে নাম জারি পূর্বক খাজনাদি আদায় চেক দাখিলা গ্রহণ করেন। নাম জারি খতিয়ানে ডি,সি,আর খাজনার রসিদ দাখিল করিয়াছেন যাহা প্রদার্শনী-৭ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। মহানগর জরিপে ২ হইতে ৮নং বিবাদীদের নামে নালিশী সম্পত্তি রেকর্ড হইয়াছে এবং তথায় সীমানা প্রাচীর নির্মান করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন। আর,এস রেকর্ড অনুযায়ী নাম জারি করিতে যাইয়া চিনিতে

পারেন যে আর,এস রেকর্ড সরকারের নামে রহিয়াছে। আর,এস পর্চা দাখিল করিয়াছেন যাহা প্রদর্শনী -৮ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। আর,এ, রেকর্ড ভূল।

ইহা সত্য নয় যে নালিশী সম্পত্তি সরকার দখল করেন।

এই সাক্ষীকে বিবাদী পক্ষ হইতে জারি করিলেও কোন অসংগতি উদঘাটিত হয় নাই।

বাদীপক্ষে ২নং সাক্ষী মোক্তার উদ্দিন আহম্মেদ তাহার জবানবন্দি বলেন তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি বাদী এবং নালিশী সম্পত্তি চিনেন। নালিশী সম্পত্তির পরিমাণ ২৪ শতাংশ নালিশী সম্পত্তির দক্ষিণ পাশে রাস্তা পূর্ব পাশে আনিসুজ্জামানের বাড়ী।

বাদীরা নালিশ সম্পত্তি ১৯৮৫ খ্রিঃ সন হইতে দখল করেন। তিনি ৪/৬/১৯৮৫খ্রিঃ তারিখের ২২২৯ নং দলিলে সনাক্তকারী হিসাবে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। উক্ত দলিলটি প্রদার্শনী-৯ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তিনি একই দারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ২২২৮ নং দলিলেও সনাক্তকারী হিসাবে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন এবং উক্ত দলিলটি প্রদর্শনী-১০ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে মাটি ভরাট করিয়া সীমানা প্রাচীর নির্মান করিয়া ভোগ দখলে আছেন। এই সাক্ষীকেও বিবাদী আপীলকারী পক্ষে জারী করা হয় কিন্তু কোন অসংগতি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী মোঃ মতিয়ার রহমান তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি নালিশী সম্পত্তি ও বাদীদের চিনেন । বাদীর নালিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করেন। পূর্বে হাজী মিয়া হোসেনের ওয়ারিশরা নালিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেন বাদীরা ১৯৮৫ সন হইতে নালিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। নালিশী সম্পত্তি মাটি ভরাট করিয়া সীমান প্রাচীর নির্মান করিয়া বাদীপক্ষ ভোগ দখলে আছে।

এই সাক্ষীকেও বিবাদী পক্ষ জারী করেন। কিন্তু কোন অসংগতি উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। বাদীপক্ষে ৪নং সাক্ষী নুরুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি নালিশী জমি এবং বাদীদের চিনেন নালিশী জমির রাম চন্দ্র পুর মৌজার সি,এস ৪৮০ খতিয়ানে সি,এস ৬৬ ডিক্রির নালিশী জমি হাজী মিয়া হোসেন এবং তাহার ওয়ারিশানরা ভোগ দখল করেন। হাজী মিয়া হোসেনের ওয়ারিশানরা আব্দুস ছাত্তার গং দের নিকট ১৭/১/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিকে ১৭৩ নং দলিল মূলে বিক্রি করেন। এই দলিলে তিনি সাক্ষী ছিলেন তিনি তাহার সাক্ষীর সনাক্ত করেন দলিলটি প্রাদর্শনী-১১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আব্দুস ছাত্তার গং ১নং বাদীর নিকট এই সম্পত্তি বিক্রি করেন এবং ১নং বাদী বর্তমানে ভোগ দখল করিতেছেন।

এই স্বাক্ষীকে বিবাদী পক্ষে জারি করিলেও কোন অসামজ্জস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী মোঃ শওকত আলী তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি নালিশী সম্পত্তি এবং বাদীদের চিনেন। আলী হোসেনের ওয়ারিশের বেলায় ৩ শতক সম্পত্তি ৫/৩/১৯৮৭ খ্রিঃ তারিখে ৯১৯ নং রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মুলে আব্দুস সাত্তারের নিকট বিক্রি করেন। সেই দলিলে তিনি সাক্ষী ছিলেন তাহার স্বাক্ষর তিনি সনাক্ত করেন এবং দলিলটি প্রদর্শনী -১২ হিসাবে সনাক্ত হয়। এই সাক্ষীকে বিবাদী পক্ষ হইতে জারি করা হইলেও কোন অসংগতি বা অসামজ্জস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

বিবাদীদের পক্ষে মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরী ১নং সাক্ষী হিসাবে সকল বিবাদীদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, নালিশী সম্পত্তি রামচন্দ্র পুর মৌজায় অবস্থিত তিনি সকল বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। নালিশী সম্পত্তি আর,এস প্লট নং ১৯২১ খতিয়ান নং ১ জমির পরিমাণ ৩১ শতাংশ যাহার মালিক সরকার। তিনি আর,এস খতিয়ান দাখিল করেন যাহা

প্রদার্শনী (এ) হিসাবে চিহ্নিত হয়। সরকার নালিশী সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন নালিশী সম্পত্তি বাদীদের কোন স্বত্ব দখল নাই বিধায় মোকদ্দমাটি খরচ সহ খারিজ হইবে। জেরায় এই সাক্ষী বলেন তিনি নালিশী সম্পত্তি এস, এ প্লট বলিতে পারেন না এবং এস, এ রেকর্ড তাহার নামে তাহাও তিনি জানেন না। তিনি জানেন সরকারকেও নালিশী সম্পত্তি মালিক নয়। ইহা সত্য নয় বাদীরা নালিশী সম্পত্তি ভোগ করে । ইহা সত্য নয় যে আর,এস রেকর্ড ভুল । ইহা সত্য নয় তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে।

আমরা মোকদ্দমার আরজি জবাব বাদী-বিবাদী পক্ষের মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য, এবং বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ সহ মূল্যায়ন করিলাম। রেস্পনডেন্ট-বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং জবানবন্দি পর্যালোচনা করিলাম যেখানে দেখা যায় যে তিনি নালিশী সম্পত্তির মালিকানার ধারাবাহিক বর্ণনায় এবং দখল সম্পর্কে যে সকল কাগজপত্র জমা দিয়াছেন তাহা 'প্রদর্শনী'- ১-৮ পর্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছে। এই সাক্ষীকে বিবাদী-আপীলকারী পক্ষ হইতে জেরা করিলেও কোন বৈপায়িত্ব আবিস্কৃত হয় নাই। রেস্পনডেন্ট-বাদীপক্ষের ২নং সাক্ষী যিনি একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক যিনি বাদী-রেস্পনডেন্টদের দখলের বিষয় সহ দুইটি দলিল সনাক্তকারী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী ও তাহাদের দখল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী বাদীদের দখল এবং মালিকানা দলিলের সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং যে দলিলে সাক্ষী হিসাবে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন তাহা 'প্রদর্শনী'-১১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী তিনিও বাদী-রেস্পনডেন্টদের দখল এবং মালিকানার একটা দলিলের সাক্ষী হিসাবে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। উক্ত দলিলটি 'প্রদর্শনী'-১১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

অন্যদিকে আপীলকারী-বিবাদীপক্ষে একমাত্র সাক্ষী বলেন যে, আর,এস ১২৯ নং প্লট ১নং খতিয়ানে ৩১ শতক জমি সরকারের নামে জেরায় তিনি বলেন।

এস, এ রেকর্ড নালিশী সম্পত্তি এস,এ রেকর্ডে মালিককে তিনি জানান নাই। তিনি জানেন না সরকার কিভাবে নালিশী সম্পত্তির মালিক হইলেন।

সার্বিক আলোচনায় ও পর্যালোচনায় ইহা প্রতিয়মান যে বাদী-রেস্পনডেন্ট পক্ষ নালিশী সম্পত্তির মালিকানার ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত কাগজপত্র যেমন আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন তেমনি মৌখিক সাক্ষী ধারা তাহা সমর্থন পূর্বক তাহাদের দখল স্বত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । অন্যদিকে আপীলকারী-বিবাদী পক্ষ তাহাদের নামে কেবল মাত্র আর.এস রেকর্ড ছাড়া অন্য কোন কাগজপত্র যেমন উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই তেমনি যখন আপীলকারী-বিবাদী পক্ষের তাহার জেরায় স্বীকার করেন যে সরকারের নামে আর, এস রেকর্ড কীভাবে হইয়াছেন তাহা তিনি জানেন না এবং নথিপত্র আরো দেখা যায় যে সি,এস, এস,এ এবং মহানগর জরিপে বাদী-রেস্পনডেন্ট প্রকারন্তরে তাহাদের পূর্বসূরীদের নামে জরিপ হইয়াছে এবং চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেখানে আপীলকারী বিবাদীদের আর,এস জরিপ ভ্রমাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করার যথাপোযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকে যখন বাদী-রেস্পনডেন্টদের মোকদ্দমাটি আর,এস রেকর্ড সংশোধনের নিমিত্তে দায়েরকৃত।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উভয়পক্ষের কাগজপত্র দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পূর্বক যে রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন যাহা যথার্থ এবং ন্যায় বিচারের পরিপূরক বিধায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন হেতুবাদ নাই বিধায় আপীলটি নামঞ্জুর করার যক্তি সংগত হেতুবাদ বিদ্যমান।

অতএব, ফলাফল, অত্র আপীল কোন মেরিট না থাকায় বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হইল এবং নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রইল।

নিম্ন আদালতের নথি অতিসত্বর ফেরত পাঠানো হউক।

বিচারপতি শরীফ উদ্দিন চাকলাদারঃ

আমি একমত।